গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-২৭৮

তারিখঃ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
১৪ জুন ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dsadmin2@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৪/০৬/২০১৮
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dsadmin2@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. যুগ্মপ্রধান, প্ল্যানিং সেল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
১০. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. এস্টেট ও আইন অফিসার, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৩. উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-14

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মে ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১১ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা
গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মে'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">এপ্রিল' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মে'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>০৩</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>০১</td><td>০১</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৫</td><td>-</td><td>১৫</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৫</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৪৯</td><td>০১</td><td>৫০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০২</td><td>৪৮</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td>৬৭</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে এপ্রিল'১৮ মাস পর্যন্ত ০২টি মামলা চলমান ছিল। মে'১৮ সময়ে কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় এবং ১টি মামলা রুজু হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৩টি।</td><td>(ক) বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(গ) বিআরটিএ'র তদন্ত পর্যায়ের মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পিএসসিএ'র মতামতের জন্য এ বিভাগে প্রাপ্ত মামলা দ্রুত পিএসসিতে প্রেরণ করতে হবে।
(ঘ) বিআরটিসিতে এক বছরের অধিক পুরানো বিভাগীয় ৪১টি মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td colspan="3">আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মে ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">মে ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৮টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩১৩৬</td><td>২৯</td><td>৩১৬৫</td><td>১০</td><td>১০</td><td>০০</td><td>৩১৫৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২২৮</td><td>০৪</td><td>২৩২</td><td>০৫</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>২২৭</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৫</td><td>০২</td><td>৮৭</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৪৫০</td><td>৩৫</td><td>৩৪৮৫</td><td>১৫</td><td>১৫</td><td>০০</td><td>৩৪৭০</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd / date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যে কোনো একটি সড়ক বিভাগের মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের আলোকে মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ রয়েছে কিনা বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য সভাপতি যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পরামর্শ প্রদান করবেন। এছাড়াও সভাপতি সকল সড়ক বিভাগের মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেটজ হালনাগাদ রয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদেরও নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) (ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (১) (খ) প্রতিবেদনের আলোকে মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ৩৯টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে নতুন ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৪১টি। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরকরণসহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(২) কনটেম্পট মামলাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	
	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা ২৭টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১১টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০২টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৫টি) মামলা রয়েছে।	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৭টি মামলা নিয়মিত Followup করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে চলমান মামলা কেস টু কেস Verify করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রস্তুতকৃত তালিকা মতামতের জন্য বিআরটিএ'র বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞ আদালতে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২২৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে ২০১৮ মাসে ০৪টি মামলা রুজু এবং ০৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২২৭টি।	কেস টু কেস Verify করে আইনজীবীর মতামতসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট মামলাসমূহের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৫টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৭টি।	গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা পরিচালনার জন্য ডিটিসিএ'র পক্ষে সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের জন্য ১৯/০২/২০১৮ তারিখে পুনরায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএ'র মামলা পরিচালনার জন্য একজন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

8. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৫৫	১,১২৯	৫,৭১৬	৬১০	৩৯ (অঃ)	৭,৪৯৪	০৫ (সাঃ) ০৩ (অঃ)	৭,৪৮৬
ডিটিসিএ	২৫	১৪	১০	০১	-	২৫	-	২৫
বিআরটিসি	৩,৭৪৭	২,৫১৮	১,১৩৮	৯১	-	৩,৭৪৭	-	৩,৭৪৭
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	-	২৬৫
মোট	১১,৫০০	৩,৭১৬	৭,০৮১	৭০৩	৩৯	১১,৫৩৯	০৮	১১,৫৩১

যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, এপ্রিল ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫০০। মে ২০১৮ মাসে ৩৯টি (সওজ অধিদপ্তর) অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ০৮টি (সওজ অধিদপ্তর) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৫৩১টি (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ০৮, সওজ অধিদপ্তর-৭,৪৮৬, ডিটিসিএ-২৫, বিআরটিসি-৩,৭৪৭ ও বিআরটিএ-২৬৫)।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে অডিট আপত্তির সংখ্যার সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে।	(ক) (১) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটি হালনাগাদের কাজ শেষ হলে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে।	(খ) দ্রুত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সংশোধিত ডাটাবেইজটির ওপর একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	
	(গ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরের ০৩টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৭০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৫৭টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১৩৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৩৩টি অনুচ্ছেদই নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিআরটিসিতে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১০টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (অডিট) সভাকে আরও অবহিত করেন বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য কোনো কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) বিআরটিএকে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ৩০/০৪/২০১৮ এবং ০৩/০৫/২০১৮ তারিখে সওজ অধিদপ্তরে দুটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম (দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	এপ্রিল'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	মে'১৮ মাসে আগত	মোট অনিষ্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৭	২	২৯	৩	২৬	
বিআরটিসি	৯৯	৬	১০৫	-	১০৫	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	১৩০	৮	১৩৮	৩	১৩৫	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি, সিভিল আদালতে মামলার কারণে ০১টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (২) অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের লক্ষ্যে ক্যাটাগরি ভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	(১) বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ক্যাটাগরিভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ) জানান, **খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পর্যায়ে নথিটি এ বিভাগে ফেরত পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া আইনটি সংশোধন/পরিমার্জন করে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৪/০১/১৮ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং জানুয়ারি - মার্চ ২০১৮ সময়ে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ৫টি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অদ্যাবদি খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ভেটিং শেষে নথি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।	**খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮** এর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন/অর্থনৈতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ২য় সভা ১৯/০২/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮ (১) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, **ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮** প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১৫/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ফেরি পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই মর্মে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। (২) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে ইজারা বাতিল হবে মর্মে ইজারা চুক্তির শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। (২) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ফেরি সার্ভিসিং করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে ইজারা বাতিল হবে মর্মে ইজারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, **রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮** বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদন যাচাই কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে নীতিমালা বাস্তবায়নের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলছে। গাছ মারা যাওয়ার ফলে মহাসড়কে যে সকল জায়গায় গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে চলমান বর্ষা মৌসুমে এ সকল জায়গায় বৃক্ষরোপনের জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করেন। মনিটরিং টীমের সদস্যদের বৃক্ষরোপনের এ কার্যক্রম তদারকিরও পরামর্শ প্রদান করেন। বৃক্ষপালনবিদের প্রতিবেদনের সাথে কয়েকটি সড়ক বিভাগের প্রতিবেদনের মধ্যে ব্যাপক গরমিলের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের হতে প্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীগণের ব্যাখ্যার জবাবের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) (১) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপনের জন্য সকল সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (৩) বৃক্ষরোপনের বিষয়টি মনিটরিং টীমের সদস্যগণ তদারকি করবেন।	
		(ক) (৪) সওজ অধিদপ্তরের হতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার জবাবের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড ও এনটিআর)
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিডিয়ানে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এরুপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং নির্দেশনার বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন করতে হবে।	
		(গ) (২) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুশাসন এবং নির্দেশনা রয়েছে কিনা বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঘ) রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সভাপতি জানান বৃক্ষ রোপনের মৌসুম শুরু হয়েছে তাই বৃক্ষরোপনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আগামী সভায় একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপনের জন্য সভাপতি প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে অনুরোধ করেন।	(ঘ) (১) রোপিত তালগাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	
		(ঘ) (১) বৃক্ষরোপনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
	(ঙ) রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে সওজ কর্তৃক রোপিত গাছ যথাযথ নিয়মে কর্তন করা হয়নি। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ জড়িত রয়েছেন মর্মে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বশেষ অগ্রগতি জানানোর জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করেন।	(ঙ) রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	
	(চ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, প্রকল্প পরিচালক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বরাবর, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ কর্তৃক রোপিত গাছের পরিচর্যা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদানুযায়ী জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প WI-1, WI-2, WI-3 এবং WI-4 প্যাকেজের মাধ্যমে উক্ত মহাসড়কে রোপনকৃত বৃক্ষের পরিচর্যা/রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত সেনাবাহিনী তথা সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের অধীনস্থ ১৭ ইসিবি কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। সভাপতি অবহিত করেন জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে অনেক জায়গায় স্লাব খুলে গিয়েছে এবং অনেক আগাছা ও লাতাপাতায় মিডিয়ান ঢেকে রয়েছে যা পরিস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া অনেক জায়াগায় রোপিত গাছ মারা যাওয়ার ফলে গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে। এসকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উন্নয়ন উইং হতে ইতোমধ্যে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন উইং হতে এ বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(চ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
		(চ) (২) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে খুলে যাওয়া স্লাব, আগাছা পরিষ্কার ও সৃষ্ট গ্যাপে বৃক্ষ রোপনের জন্য উন্নয়ন উইং হতে তদারকি ও সমন্বয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন
৮.	**(ক) পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদানের জন্য ২০/০৫/২০১৮ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা আছে এবং তথ্য এন্ট্রি শেষ হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজের ওপর ইতোমধ্যে উপস্থাপনা সম্পন্ন হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) আগামী সভা হতে এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান যে, খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ফলোআপ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে।	(খ) খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে ০৬/০৫/২০১৮ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ-নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা নিশ্চিতকরণার্থে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ১২/০৫/২০০৩ তারিখের ১৩৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সড়কগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে মালিকানার কথাটি অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোর দায়-দায়িত্ব সওজ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান, গত ১৪/০৬/২০১৮ তারিখে কুমিল্লা সড়ক বিভাগের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে মামলার বিভিন্ন তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করার পর ডাটাবেইজে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, ২২/০৫/২০১৮ তারিখে শেরপুর সড়ক বিভাগ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে শেরপুর সড়ক বিভাগের শেরপুর-জামালপুর মহাসড়কে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা প্রস্তুতসহ প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে চলমান মামলা সম্পর্কে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে মামলার তথ্যাদি (বিষয় ও কারণ) সংগ্রহপূর্বক এবং মামলাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে Stay অবস্থায় আছে। মামলাটি খারিজ করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মামলাটি খারিজ হয়ে গেলে উক্ত জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে।	(খ) মামলা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং মামলা খারিজ হয়ে গেলে অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	
	(গ) রমজান ও আসন্ন ঈদে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনার পাশাপাশি মহাসড়কের ওপর বা পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা/দোকান/মালামাল অপসারণে জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনার পাশাপাশি মহাসড়কের ওপর বা পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা/দোকান/মালামাল অপসারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঢাকা জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ১৪/০৫/২০১৮ তারিখ মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর আঞ্চলিক মহাসড়কে তুলসীখালী সেতুর এপ্রোচের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ১৪৪টি অবৈধ স্থাপনা এবং ৩টি একতলা, ২টি দুইতলা ও ২টি তিন তলা ভবন উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া এতে প্রায় ২.৩০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয় যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারির সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২০/০২/২০১৮ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী (শৃখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক সার্কেল, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী সভার পূর্বে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(খ) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারির বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও মামলার বর্তমান অবস্থা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ২৩/০৫/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	চট্টগ্রাম জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা অপসারণে উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন সকল ভূমি ও স্থাপনার মালিকানার তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, বিভিন্ন এলএ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার ভূমির পরিমাণ ৭১৪.২৩ একর যা ইতোমধ্যে software এ এন্ট্রি করা হয়েছে। (খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে। (খ) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ) সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রেখে বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এছাড়া, বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ১৩/০২/২০১৮ তারিখে পত্র এবং ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন যে, পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিআরটিএ সভা আয়োজন করে এ বিষয়ে মতামত আকারে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিআরটিএ সভা আয়োজন করবে এবং মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ১৭টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধ :** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুযায়ী সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১২.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
১৩.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৩০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২০০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ১১১টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-14

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:
<table>
<tr><td rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা</td><td colspan="2">সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য</td><td></td><td colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</td></tr>
<tr><td>মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</td><td>মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়</td><td>সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ</td><td>বিক্রিত</td><td>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</td></tr>
<tr><td>১৭৩</td><td>১২১+৪০=১৬১</td><td>মোট ১২টি</td><td>-</td><td>৯৫টি</td><td>(২৬+৪০)=৬৬</td></tr>
</table>
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম বিদ্যমান গাড়ীসমূহের মধ্যে হতে ২০১৫-১৬ সালে মেরামত অযোগ্য ১৭৩টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬১টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে ৯৫টি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৬টির মধ্যে ২৬টি গাড়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন ও ৪০টি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য নিলাম আহবান করা হয়েছে। ১২টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্টে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।</td><td>(খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।</td><td rowspan="2">প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)</td></tr>
<tr><td></td><td>(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের জন্য টেকনিক্যাল ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ফেরৎ প্রদান পাওয়া যায়। বর্তমানে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। দ্রুত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের Revised ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ঘ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যান্ত্রিক উইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জোনের আওতাধীন প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>(ঘ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দ্রুত অনুমোদন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান</td></tr>
<tr><td></td><td>(ঙ) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক/যান্ত্রিক বিভাগসমূহে সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ রাখার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ১টি করে শেড নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের প্রয়োজন নেই তার যৌক্তিকতা অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ হতে আদেশ জারি করা হয়েছে। তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(ঙ) সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য যেসকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করতে হবে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)</td></tr>
<tr><td></td><td>(চ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. বিআরটিএ:
যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান-
(১) বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট নয় বিধায় এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে অচিরেই একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।</td><td>(১) সভা করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।</td><td rowspan="2">চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)</td></tr>
<tr><td></td><td>(২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/ খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(২) গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে।</td></tr>
<tr><td></td><td>(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার অভিযান শুরুর অর্থাৎ গত ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ হতে মে ২০১৮ পর্যন্ত ৩২৯৯ টি মোটরযানে অবৈধভাবে সংযুক্ত এঙ্গেল, হুক অপসারণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় প্রতি সপ্তাহে ১ দিন গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/ খোলার বিষয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।</td><td>(৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসে সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)</td></tr>
<tr><td></td><td>৯৯৯ নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীতে প্রদর্শন:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী হয়রানী ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ঢাকা শহরে প্রতিটি গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর স্টিকার ইতোমধ্যে গাড়ীতে লাগানোর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সভাপতি যাত্রীদের সুবিধার্থে ৯৯৯ নম্বর ও রেজিঃনম্বর সম্বলিত স্টিকার গাড়ীর ভিতরে লাগানোর জন্য চেয়ারম্যান,বিআরটিএ ও বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন। বিষয়টি গাড়ীর যাত্রীসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং পরবর্তীতে অমান্যকারীদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করারও পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>যাত্রি পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীর ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে লাগাতে হবে। যাত্রীসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং অমান্যকারীদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি /বিআরটিএ সংস্থাপন)</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৪.	**ক. সম্পত্তি Software-এ এন্ট্রি সংক্রান্ত :** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে এবং বিষয়টি যুগ্মসচিব (এস্টেট) নিয়মিত মনিটরিং করছেন। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	খ. বিআরটিসি'র যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে এবং ডিপোভিত্তিক অভ্যন্তরীণ মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিসি)/যুগ্ম সচিব (বিআরটিসি)
১৫.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাব পৃথকভাবে পূরণপূর্বক প্রেরণের জন্য ২৮/০৩/২০১৮ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ০৯/০৪/২০১৮ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবটি প্রেরণ করা হবে।	শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের কোয়ারীর জবাব ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে পুনরায় কোয়ারী করে পত্র প্রেরণ করে। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সাথে যোগাযোগ করে চাহিদা অনুযায়ী কোয়ারীর জবাব প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চাহিদা অনুযায়ী কোয়ারীর জবাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গত ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
১৬.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, ডিএসএল এর পাওনা বাবদ বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৪৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরে বোনাস ও মে ২০১৮ মাসের নিয়মিত মাসিক বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করার কারণে প্রতি মাসের ন্যায় মে ২০১৮ মাসে ডিএসএল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তী মাস হতে পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) **চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,** Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মে ২০১৮ মাসে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়: (i) হাতিরঝিল চক্রাকার বাস রুটে র‍্যাপিড পাস প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৭/০৪/২০১৮ তারিখ PTO (Public Transport Operator) ও Agent চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২২/০৪/২০১৮ তারিখ হতে উক্ত রুটে র‍্যাপিড পাস চালু হয়েছে; (ii) র‍্যাপিড পাস এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ৯ ও ১৬ মে, ২০১৮ তারিখ ঢাকা চাকার বনানী কাউন্টারে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়; (iii) মে/২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ২২২৭টি র‍্যাপিড পাস বিক্রি হয়েছে। (iv) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের জন্য অপারেটর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা শহরে চলমান বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিসে Rapid Pass System ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান বিআরটিসি'র মহিলা বাসের সংখ্যা ও ভাড়ার চার্ট প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ৩০/০৫/২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। Rapid Pass চালুর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ডিটিসিএ ও বিআরটিসিএর সমন্বয় করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, গত ১৭/০৪/২০১৮ তারিখে CLEARING & SETTLEMENT SERVICE for PTO AGREEMENT সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০৪টি TOM Shop ডিটিসিএ কর্তৃক বিআরটিসিকে হস্তান্তরের পর সংস্থার নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালনা করা হবে। সে মোতাবেক ০৪টি TOM Shopসহ সংশ্লিষ্ট মালামাল/এক্সেসরিজ বিআরটিসিকে (জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর অনুকূলে) হস্তান্তর ও বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতব্য জনবল/কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালক, ECHITTS Project বরাবর গত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা এবং এর পাশ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান সভা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রচারণারও পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান সভা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ডেসকোর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। শীঘ্রই সংযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা, পরিচালক (প্রশাসন) ও জনাব শিতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক, (অপারেশন) বিআরটিএ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা নবনির্মিত বিআরটিএ ভবনের প্রবেশ পথের সমস্যার বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। এপ্রোচ রোড নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে ভবন উদ্বোধনের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে ভবন উদ্বোধনের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৩.৯৯%। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, সওজ অধিদপ্তরকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০১৮ মাসে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) সওজ অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	সওজ অধিদপ্তর: সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর অধীনে ১৯৫,৩৪,৫৬,০০০.০০ (একশত পঁচানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%। আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.১৫%। অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফিটিং এর কাজ চলমান আছে। আগামী অক্টোবর ২০১৮ মাসের মধ্যে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ /বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ অবহিত করেছেন।	(১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(২) দিনাজপুর, মাগুরা, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, টাঙ্গাইল, ভোলা, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও পিরোজপুর সড়ক বিভাগ হতে ওভার লোডেড গাড়ির জন্য বিধ্বস্ত বেইলী ব্রীজ সম্পর্কিত মামলার তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মামলাগুলো যথাযথ নিয়মে ও যথাযথ কোর্টে দায়ের করা হয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখার জন্য এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঠিক পরামর্শ প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি সমন্বয় করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঠিক পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) (খ) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) এর সাথে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ মামলার বিষয়ে সমন্বয় করবেন।	
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। (২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। শিঘ্রই কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কমিটিকে ৩০/০৬/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ৩০/০৬/২০১৮ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে জুলাই ২০১৮ মাসের ১ম সপ্তাহে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতি এবং সময় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান রোড সেফটি বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।	(১) জুলাই ২০১৮ মাসের ১ম সপ্তাহে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে তারিখ ও সময় নিতে হবে। (২) রোড সেফটি বিষয়ে জুলাই/২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরীর লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এইচডিএম সার্কেলের কার্যালয় হতে সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস এবং সর্বশেষ নির্মাণ/ পুর্নির্মাণ/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদা সড়ক বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত তথ্যসমূহ সড়ক ভিত্তিক সমন্বয়ের কাজ চূড়ান্ত। সড়ক/মহাসড়কের Online ভিত্তিক Index তৈরীর কাজ MIS সার্কেলের অধীন চলমান রয়েছে যা ২০ জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। Online Road Index তৈরী কাজ সমাপ্ত হলে প্রত্যেক সড়ক বিভাগ তাদের অধীক্ষেত্রাধীন সড়কসমূহের প্রাথমিক তথ্য এবং সর্বশেষ কাজের বিবরণ হালনাগাদ করতে পারবে।	প্রতিটি সড়ক/ মহাসড়কের Index তৈরির কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ
	জ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঝ. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান,বিআরটিএ জানান, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৫তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত আহ্বানপূর্বক এর কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিআরটিএ হতে ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এবিষয়ে যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ এ উপস্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	**জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি**'র সভা অনুষ্ঠান ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিষয়টি জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ এ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঞ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সভা/ মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: প্রত্যেক অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)
	ট. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ বিভাগের সম্পাদিতব্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র খসড়া ইতোমধ্যে সফটওয়্যারে আপলোড দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ০৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে APA স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-14

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে আগামী ২১ জুন ২০১৮ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হবে। ২১ জুন ২০১৮ তারিখের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার'র প্রধানগণ-কে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর সম্পন্ন করতে হবে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার এবং সংস্থা প্রধানদের সাথে মাঠপর্যায়ের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। (গ) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৭-২০১৮ : উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা) জানান, বিগত মাসিক সমন্বয় সভায় NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত যে সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি কাঙ্খিত মাত্রায় হয়নি তা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে অনুরোধের প্রেক্ষাপটে এ বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলতি মাসের শেষ নাগাদ নৈতিকতা কমিটির সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যালোচনা করা হবে।	এ বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রমসহ বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অনুবিভাগ প্রধান/ NIS ফোকাল পয়েন্ট
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান, মে ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৩টি এবং পত্র মারফত ৩টি সর্বমোট ৬টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মোট ০৬টি অভিযোগই সওজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট। অভিযোগসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS^{++}) : যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জুন ক্লোজিং সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে iBAS++ সিস্টেমে বাজেট অপশনে বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেট এন্ট্রি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তদানুযায়ী দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে তাঁর অধিনস্থ দপ্তরসমূহের iBAS++ সিস্টেমে বাজেট কন্ট্রোল অপশনে বাজেট এন্ট্রির বিষয়টি তদারকির জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, iBAS++ সিস্টেমে দপ্তর/সংস্থা হতে বিল এন্ট্রি দেয়া হলে তা মন্ত্রণালয় হতে এবং মন্ত্রণালয় হতে এন্ট্রি দেয়া হলে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস দেখতে পারেন না। এ বিষয়ে সিস্টেমের উন্নতি করা প্রয়োজন। সভাপতি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সেগুন বাগিচায় অবস্থিত iBAS++ সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগে করে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ প্রদান করেন।	iBAS++ সিস্টেমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও উপসচিব (জিএফডিপি) এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ যোগাযোগ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/ উন্নয়ন) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৪/০৬/২০১৮

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-14